27/5/2000

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণই কলম্বো বৈঠকের প্রধান এজেন্ডা

মিজানুর রহমান খান

কলম্বোতে আগামী ৮ ও ৯ জুন অনুষ্ঠেয় সার্ক পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠকে বাংলাদেশ অবিলম্বে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। তবে এই বৈঠক প্রত্যাশিত শীর্ষ সম্মেলনের তারিখ স্থির করতে পারবে কিনা তা নিশ্চিত নয়। এ

সার্ক : এজেন্ডা

(১ম পৃষ্ঠার পর) বৈঠককালে পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী অবশ্য ভারতে ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব যথাক্রমে শ্রীমতি চকিলা আয়ার ও ইনামুল হকের সঙ্গে পৃথকভাবে দ্বিপক্ষীয় ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবেন।

গতকাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, কলম্বো বৈঠকে সার্ক পররাষ্ট্র সচিবরা স্থগিত হয়ে যাওয়া একাদশ শীর্ষ সম্মেলনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণের পাশাপাশি সার্ক পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকের ব্যাপারেও ঐকমত্যে পৌঁছার চেষ্টা করবেন। গতকাল দিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আরএস জাসাল কলম্বোতে চকিলা-ইনামুল বৈঠকের সম্ভাবনা স্বীকার করেও বলেছেন, ইসলামাবাদের তরফে অবশ্য আমরা এখনও এরূপ বৈঠকের প্রস্তাব পাইনি। অতীতের মতো এরকম অনুরোধ এলে আমরা তা যথাযথভাবে বিবেচনায় নেব। এক প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় মুখপাত্র বলেন, কলম্বো বৈঠকের পর রাজনৈতিক পর্যায়ে কোন বৈঠকের সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।

সার্ক সনদে সার্ক শীর্ষ বৈঠক বছরে একবার এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক বছরে ২ বার হওয়া বাধ্যতামূলক বিধান রয়েছে। গতকাল এএফপির রিপোর্টে বলা হয়, ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো আভাস দিয়েছে, কলম্বো বৈঠকের মধ্য দিয়ে এ বছরের শেষাশেষি নেপালে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের বৈঠকের ব্যাপারে সমঝোতা হতে পারে। পাকিস্তানের চিফ এক্সিকিউটিভ জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ির সঙ্গে যে কোন স্থানে বৈঠকে বসতে পুনঃ পুনঃ আগ্রহ ব্যক্ত করে আসছেন। কিন্তু ভারতীয় পক্ষ ইসলামাবাদের সঙ্গে যে কোন উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসতে আপত্তি জানাচ্ছে এই বলে যে, কাশ্মীরের আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসে পাকিস্তানি সাহায্য সর্বাগ্রে বন্ধ করতে হবে। নতুন দিল্লি গত মাসে শান্তি আলোচনায় যোগ দিতে কাশ্মীরি গ্রুপকে আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু তেমন অগ্রগতি নেই। কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামী প্রধান দল তাল পার্টি হুরিয়াত কনফারেন্স শর্ত দিয়েছে যে, শান্তি আলোচনায় ইসলামাবাদকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশ মনে করে, কাশ্মীর বিরোধ নতুন নয়। তাই মতবিরোধ সত্ত্বেও আঞ্চলিক শান্তির জন্য সার্ককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কর্মকর্তারা বলেন, সার্ক বাংলাদেশেরই 'ব্রেইন চাইল্ড।'

১৯৯৯ সালের নভেম্বরে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কারগিল সংঘর্ষ ও নওয়াজ শরিফের নির্বাচিত সরকার উৎখাত হওয়ার পটভূমিতে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে বৈঠকে বসতে অনীহা প্রকাশ করে। গত দুই বছরের মধ্যে কলম্বোতেই প্রথমবারের মতো সার্ক পররাষ্ট্র সচিবরা মিলিত হচ্ছেন। এ বৈঠকের আগে ৬-৭ মে কলম্বোতে সার্ক দেশগুলোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে বসবেন। এতে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন সার্ক ডেস্কের মহাপরিচালক মিজারুল কায়েস।